প্রশ্নোত্তরে সিরাতুন্নবি ﷺ

(৫০০০ প্রশ্নোত্তরে নবিজীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র)

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান
সহকারী অধ্যাপক
বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গার্ডিয়ান
পা ব লি কে শ ন স

সূচিপত্র

রাসূল ﷺ আগমনের পূর্বে আরবের অবস্থা	**১৫**
ইসলামের প্রাথমিক যুগে	**২২**
আরবের বিভিন্ন রাজ্য ও প্রশাসনিক অবস্থা	২২
ধর্মীয় অবস্থা	৩০
সামাজিক অবস্থা	৩৫
অর্থনৈতিক অবস্থা	৩৭
নবি ﷺ-এর বংশ পরিচিতি	৩৮
রাসূল ﷺ-এর আগমন	৪৪
নবুয়তি জীবন	৫৩
সূচনা করলেন ইসলামের প্রচারকাজ	৬০
প্রকাশ্যে দাওয়াত	৬২
শুরু হলো অত্যাচার-নির্যাতন	৭০
হিজরত	৭৯
রাসূল ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র	৮৭
তায়েফে ইসলাম	১০৩
মিরাজ	১১৩
মদিনা অধ্যায়	**১৩৯**
মদিনার লোকদের প্রাথমিক শিক্ষা	১৪৪
ইহুদিদের সাথে চুক্তি	১৪৬

বদর যুদ্ধ	১৫৫
বদর থেকে উহুদ	১৭৮
গাজওয়ায়ে বনি সুলাইম-এর যুদ্ধ	১৭৮
নবি ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র	১৭৯
গাজওয়ায়ে বনু কাইনুকা	১৮০
গাজওয়ায়ে সাভিক/ছাতুর যুদ্ধ	১৮৩
গাজওয়ায়ে জি আমর	১৮৪
কাব বিন আশরাফের হত্যা	১৮৫
সারিয়্যাতু জায়িদ ইবনু হারিসাহ	১৮৮
উহুদ যুদ্ধ	১৯০
হামরাউল আসাদ অভিযান	২২৩
রাজি-এর ঘটনা	২২৮
বীরে মাউনার বেদনাদায়ক ঘটনা	২৩০
বনু নাজির যুদ্ধ	২৩৩
নাজদ যুদ্ধ	২৩৭
দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ	২৩৭
গাজওয়ায়ে দুমাতুল জানদাল	২৩৮
গাজওয়ায়ে আহজাব/খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ	২৩৯
বনু কুরাইজা অভিযান	২৪৯
যুদ্ধপরবর্তী সামরিক তৎপরতা	**২৫৭**
মুহাম্মদ বিন মাসলামা-এর অভিযান	২৫৯
বনু লেহইয়ান যুদ্ধ	২৬০
গামর অভিযান	২৬১

ওয়াদিউল কোরা অভিযান	২৬২
বনু মুসতালিক যুদ্ধ বা গাজওয়ায়ে মুরাইসি	২৬৩
মুনাফিকদের গতি প্রকৃতি	২৬৫
গাজওয়ায়ে মুরাইসির পরের সামরিক তৎপরতাসমূহ	**২৭৩**
বনি কালবের অভিযান	২৭৩
ওয়াদিউল কোরা অভিযান	২৭৩
উরায়নিয়িন অভিযান	২৭৪
হুদাইবিয়ার সন্ধি	২৭৫
রাজা-বাদশা ও সমাজপতিদের নিকট পত্র প্রেরণ	২৮৭
পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট রাসূল ﷺ-এর দাওয়াত	২৯০
রোম-সম্রাট কায়সারের নামে পত্র	২৯২
গাবা যুদ্ধ/ জি কারাদ যুদ্ধ	২৯৬
খায়বর যুদ্ধ	২৯৮
খায়বারের দ্বিতীয় পর্বের বিজয়	৩০৬
সাফিয়া (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধন	৩০৯
মদিনায় প্রত্যাবর্তন	৩১৪
সপ্তম হিজরির কয়েকটি অভিযান	**৩১৭**
কোদাইদ অভিযান	৩১৭
মুসলমানদের কাজা উমরাহ পালন	৩১৮
মুতার যুদ্ধ	৩২২
জাতুস সালাসিল অভিযান	৩২৮

মক্কার মহাবিজয় ৩২৯
মুসলিম বাহিনীর মক্কা অভিমুখে যাত্রা ৩৩৫
মক্কায় রাসূল ﷺ-এর কর্মতৎপরতা ৩৪৬
সোয়া দেবমূর্তি ধ্বংস ৩৪৭
বনু জাজিমার নিকট খালিদের বাহিনী ৩৪৮
মানাত-দেবমূর্তি ধ্বংস ৩৪৯
হুনাইন যুদ্ধ ৩৪৯
রাসূল ﷺ হুনাইনের পথে ৩৫০
তায়েফ অভিযান ৩৫৩
জিররানায় গনিমত বণ্টন ৩৫৫
হাওয়াজিন গোত্রের প্রতিনিধির আগমন ৩৫৭
ওমরাহ পালন এবং মদিনায় প্রত্যাবর্তন ৩৫৯
জাকাত সংগ্রহে কর্মচারী নিয়োগ ৩৫৯
কুতবাহ বিন আমেরের অভিযান ৩৬২
আলি বিন আবি তালিবের অভিযান ৩৬২
তাবুক যুদ্ধ ৩৬৪
বিভিন্ন গোত্রের ইসলাম গ্রহণ ৩৭৩
আবু কাইসের প্রতিনিধি দল ৩৭৩
বেলি প্রতিনিধি দল ৩৭৬
ইয়েমেন সম্রাটের পত্র ৩৭৯
বনু আমের বিন সাসাআর প্রতিনিধি দল ৩৮৪
তাই প্রতিনিধি দল ৩৮৫
বিদায় হজ ৩৮৬

শেষ সামরিক অভিযান ৩৮৯
পবিত্র জীবনের শেষ অধ্যায় ৩৯০
শামায়েলুন্নবি ﷺ ৩৯৭
পরিশিষ্ট ৪০০
পরিশিষ্ট–১ : মদিনার সনদ ৪০০
পরিশিষ্ট–২ : রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণের তালিকা ৪০২
পরিশিষ্ট–৩ : আশারায়ে মুবাশশারাহ ৪০৫
পরিশিষ্ট–৪ : ইহুদিদের সঙ্গে রাসূল ﷺ-এর শান্তি চুক্তি ৪০৫
পরিশিষ্ট–৫ : খুবাইব (রা.)-এর শাহাদাতপূর্ব কবিতা ৪০৭
পরিশিষ্ট–৬ : নাজ্জাশির প্রতি রাসূল ﷺ-এর পত্র ৪০৭
পরিশিষ্ট–৭ : নাজ্জাশি কর্তৃক রাসূল ﷺ-এর নিকট প্রেরিত পত্রটি লিখ ৪০৮
পরিশিষ্ট–৮ : মিশরের সম্রাট মোকাওকিসের নিকট রাসূল ﷺ-এর পত্র ৪০৮
পরিশিষ্ট–৯ : মোকাওকিসের জবাব ৪০৯
পরিশিষ্ট–১০ : পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট পত্র ৪০৯
পরিশিষ্ট–১১ : রোমের সম্রাট কায়সারের নামে পত্র ৪১০

পরিশিষ্ট–১২	:	বাহরাইনের গভর্নরের প্রতি পত্র	৪১০
পরিশিষ্ট–১৩	:	ইয়ামামার গভর্নরের প্রতি পত্র	৪১১
পরিশিষ্ট–১৪	:	ইয়ামামার গভর্নর হাওয়া বিন আলির জবাব	৪১১
পরিশিষ্ট–১৫	:	হারিস গাসসানির নামে লিখিত রাসূল ﷺ-এর পত্র	৪১১
পরিশিষ্ট–১৬	:	আম্মানের সম্রাটের নিকট পত্র	৪১২
পরিশিষ্ট–১৭	:	রাসূল ﷺ-এর সন্তানদের তালিকা	৪১২
পরিশিষ্ট–১৮	:	হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ	৪১৩
গ্রন্থপঞ্জি			**৪১৪**

রাসূল ﷺ আগমনের পূর্বে আরবের অবস্থা

১. সিরাতুন্নবি ﷺ কী?

উত্তর : সিরাতুন্নবি ﷺ হলো—আল্লাহর নবি ﷺ-এর জীবনালেখ্য, নবির জীবনাদর্শ ও আল্লাহ প্রদত্ত এক আলোকচ্ছটার বাস্তব রূপ।

২. নবি শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : বার্তাবাহক, সংবাদবাহক।[১]

৩. রাসূল শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : প্রেরিত, পয়গম্বর, দূত।[২]

৪. নবি ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানি কিতাবপ্রাপ্ত আর নবিগণ রাসূলগণের রেখে

---

১. সাদি আবু হাবিব, আল-কামুসুল ফিকহি, পৃ. ৩৪৫

২. আরবি-বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫৬

যাওয়া আদর্শ বাস্তবায়ন করেন মাত্র।

৫. নবি-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : আল্লাহ নবি-রাসূলদের সত্য দ্বীন ও হিদায়াত সহকারে মানবজাতির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন, যাতে করে সকল মানবরচিত মতবাদের ওপর ইসলামকে বিজয়ী করা যায়।[৩]

৬. 'আরব' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : 'আরব' শব্দের অর্থ বালুকাময় প্রান্তর, ঊষর-ধূসর মরুভূমি বা লতাগুল্ম-তৃণশস্যবিহীন অঞ্চল।[৪]

৭. তখনকার আরবের আয়তন কত ছিল?

উত্তর : তখনকার আরবের মোট আয়তন ছিল ১০-১৩ লক্ষ বর্গমাইল।

৮. পৃথিবীর মাঝে আরবের অবস্থান কোথায়?

উত্তর : গোটা পৃথিবীর দিক থেকে আরব উপদ্বীপ প্রাচীনকালের মহাদেশসমূহের একেবারে মধ্যস্থল বা কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত।

---

৩. আল-কুরআন, সূরা আস-সফ, আয়াত নং ৯

৪. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃ. ২

৯. আরবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি ও সুরম্য পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা তাঁকে বহিঃশত্রু থেকে নিরাপদ রেখেছে। স্থল ও জল উভয় পথ দিয়ে এ উপদ্বীপে প্রবেশ করা যায়।

১০. আরবের সাথে অন্য মহাদেশের সংযোগ কীভাবে স্থাপিত হয়েছে?

উত্তর : আরবের উত্তর-পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশের প্রবেশপথ; উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ইউরোপের প্রবেশপথ; পূর্ব সীমান্তে ইরান ও মধ্য এশিয়া হয়ে চীন ও ভারতসহ এশিয়ার প্রবেশদ্বার।

১১. মানব প্রজন্মের জন্মসূত্রের নিরিখে আরব সম্প্রদায়সমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? এবং কী কী?

উত্তর : তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (১) আরবে বায়িদা (২) আরবে আরিবা (৩) আরবে মুস্তারিবা

১২. আরবে বায়িদা কারা?

উত্তর : আরবে বায়িদা হলো ওইসব ধ্বংসপ্রাপ্ত

প্রাচীন সম্প্রদায়, যারা পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এরা হলো আদ, সামুদ, তাসাম, জাদিস, আমালিকা প্রভৃতি সম্প্রদায়।

১৩. আরবে আরিবা কারা?

উত্তর : আরবে আরিবা হলো ওইসব গোত্র, যারা ইয়ারুব বিন ইয়াশজুব বিন কাহতানের বংশধর। এদের কাহতানি আরবও বলা হয়।

১৪. আরবে মুস্তারিবা কারা?

উত্তর : যারা ইসমাইল (আ.)-এর বংশধর থেকে এসেছেন। এদেরকে আদনানি আরবও বলা হয়।

১৫. আরবে আরিবা বা কাহতানি আরবদের প্রকৃত আবাসস্থল কোথায় ছিল?

উত্তর : ইয়েমেন।

১৬. আরবে আরিবা থেকে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ দুটো গোত্রের নাম কী?

উত্তর : (১) হিমইয়ার (২) কাহলান

১৭. হিমইয়ারের প্রসিদ্ধ শাখা কী কী?

উত্তর : জাইদুল, জামহুর, কুজায়াহ ও জাকাসেক।

১৮. কাহলানদের বিখ্যাত শাখাগুলো কী কী?

উত্তর : হামদান, আনমার, তাই, মাজহিজ, কিন্দাহ, লাখম, জুজাম, আজদ, আউস, খাজরাজ ও জাফনার বংশধরগণ।

১৯. কাহলানি গোত্রের যারা নিজ দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়, তারা কয়টি শাখায় বিভক্ত ও কী কী?

উত্তর : ৪টি শাখায় বিভক্ত। যথা : (১) আজদ (২) লাখম ও জুজাম গোত্র (৩) বনু তায়ি (৪) কিন্দা গোত্র

২০. আজদ গোত্রের নেতার নাম কী ছিল?

উত্তর : ইমরান বিন আমর মুজাইকিয়া।

২১. আজদ গোত্রের নেতৃত্বস্থানীয় লোকদের নাম কী?

উত্তর : (ক) সালাবা বিন আমর , (খ) হারিসা বিন আমর, (গ) নাসর বিন আজদ, (ঘ) ইমরান বিন আমর (ঙ) জাফনা বিন আমর

২২. সালাবা বিন আমর কোথায় বসতি স্থাপন করেন?

উত্তর : মদিনায়।

২৩. মদিনার আনসার ‘আউস’ ও ‘খাজরাজ’ গোত্রের জন্ম কোথা থেকে?

উত্তর : সালাবা বিন আমর থেকে।

২৪. লাখম ও জুজাম গোত্রের বিখ্যাত ব্যক্তি কে?

উত্তর : নাসর বিন রাবিয়া।

২৫. বনু তায় কোথায় বসবাস করেন?

উত্তর : আজা ও সালমা নামের দুই পাহাড়ের মাঝে।

২৬. কিন্দা গোত্রের বসবাসস্থল কোথায়?

উত্তর : বাহরাইন।

২৭. কিন্দা গোত্র কোথায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : নাজদে।

২৮. আরবে মুস্তারিবার প্রধান পূর্বপুরুষ কে ছিলেন?

উত্তর : ইবরাহিম (আ.)।

২৯. ইবরাহিম (আ.) কোন শহরের বাসিন্দা ছিলেন?

উত্তর : ইরাকের ‘উর’ শহরের বাসিন্দা ছিলেন।

৩০. ‘উর’ শহর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : শহরটি ফোরাত বা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে কুফার কাছে অবস্থিত।

৩১. ইবরাহিম (আ.)-এর উপাধি কী ছিল?

উত্তর : খলিলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু)।

৩২. ইবরাহিম (আ.)-এর দাওয়াতি কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু কোথায় ছিল?

উত্তর : ফিলিস্তিন।

৩৩. দ্বীন প্রচারের জন্য তিনি কোথায় কোথায় যান?

উত্তর : হাররান ও মিশর।

৩৪. ইবরাহিম (আ.)-এর প্রথম স্ত্রীর নাম কী?

উত্তর : সারা।

৩৫. ফেরাউন সারার প্রতি খারাপ উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট হলে কী অবস্থা হয়?

উত্তর : সারা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানালে ফেরাউন মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে থাকে।

৩৬. ফেরাউন সারার চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে কাকে তাঁর খিদমতে নিয়োগ করেন?

উত্তর : নিজ কন্যা হাজেরাকে।[৫]

৩৭. সারা নিজ স্বামী ইবরাহিমের সঙ্গে কাকে বিবাহ দেন?

উত্তর : হাজেরাকে।[৬]

৩৮. বিবি সারার কতটি সন্তান ছিল?

উত্তর : তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

৩৯. ইসমাইল (আ.)-এর মায়ের নাম কী?

উত্তর : হাজেরা।

৪০. ইসমাইল (আ.)-এর খেতাব কী ছিল?

উত্তর : জবিহুল্লাহ (আল্লাহর পথে জবাইকৃত)।

৪১. সারার অনুরোধে ইবরাহিম (আ.) হাজেরা ও ইসমাইলকে কোথায় রেখে আসেন?

উত্তর : বাইতুল্লাহ শরিফের নিকট হিজাযে রেখে যান।

৪২. ইবরাহিম (আ.) স্ত্রী-পুত্রকে রেখে যাওয়ার সময় কী দুআ করেন?

উত্তর : মক্কাকে বরকতপূর্ণ নগরীতে পরিণত করে

---

৫. কথিত আছে যে হাজেরা দাসী ছিলেন। কিন্তু আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরী ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে সাব্যস্ত করেছেন যে, তিনি ফেরাউনের রাজকন্যা ছিলেন। রহমাতাল্লিল আলামিন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬ ও ৩৭

৬. সহিহ বুখারি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৪।

দাও।

৪৩. ইবরাহিম (আ.)-এর সময়ে কাবা শরিফের স্থানে কী ছিল?

উত্তর : একটি বিরাট গাছ।

৪৪. ওই সময়ের কাবার আশপাশের অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর : এখানে পানির কোনো উৎস ছিল না। স্থানটি ছিল জনমানবহীন একটি উপত্যকা।

৪৫. ইবরাহিম (আ.) তাদের নিকট কী খাদ্য রেখে ফিলিস্তিনে ফিরে যান?

উত্তর : কিছু খেজুর ও একটি মশকে কিছু পানি।

৪৬. খাবার শেষ হলে কীভাবে সংকট দূর হয়?

উত্তর : আল্লাহ শিশুপুত্র ইসমাইলের পায়ের স্থানে জমজম কূপের ব্যবস্থা করেন, যার মধ্যে পানি ও খাবারের উপাদান ছিল।

৪৭. বিবি হাজেরা ও ইসমাইল (আ.)-এর পরে সর্বপ্রথম কারা মক্কায় বসবাস শুরু করেন?

উত্তর : ইয়েমেন থেকে কিছু লোক আসেন। তাদেরকে ‘দ্বিতীয় জুরহুম’ বলা হয়।

৪৮. ‘দ্বিতীয় জুরহুম’ কখন মক্কায় আসেন?

উত্তর : সহিহ বুখারিতে আছে, ইসমাইল (আ.)-এর যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে বনু জুরহুম মক্কায় এসেছিলেন।[৭]

৪৯. ইবরাহিম (আ.) স্ত্রী, পুত্রকে দেখতে কয়বার মক্কায় আসেন?

উত্তর : চারবার।[৮]

৫০. ইবরাহিম (আ.) প্রিয় পুত্রকে কুরবানির স্বপ্নের কথা কোন সূরার কত আয়াতে বর্ণিত আছে?

---

[৭]. সহিহ বুখারি, ১ম খণ্ড, কিতাবুল আম্বিয়া পৃ : ৪৭৫

[৮]. প্রগুক্ত, পৃ. ৪৭৫ ও ৪৭৬